344

দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN. 18 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪টি পদে নিয়োগ নিয়ে জোর লবিং

।। কৈলাস সরকার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি শীর্ষ পর্যায়ের প্রশাসনিক পদে নিয়োগ নিয়ে সরকার সমর্থক নীল দলের শিক্ষক নেতাদের জোর লবিং চলছে। শিক্ষকদের মুখে মুখে ঘুরপাক খাচ্ছে নতুন নিয়োগের বিষয়টি।

উপ-উপাচার্যের একটি শূন্য পদসহ মোট দুটি পদ, একটি কোষাধ্যক্ষের পদ এবং একটি প্রক্টর পদে মোট ৪ জনকে আগামী ৩ মাসের মধ্যে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। উপ-উপাচার্যের শূন্য পদটিতে নতুন নিয়োগের ব্যাপারে কাগজপত্র ও প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফাইল পাঠানো হয়েছে। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

উপ-উপাচার্য শহীদ উদ্দিন আহমদ

জোর ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৫

জোর ঃ লবিং

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩ মাস আগেই গত সপ্তাহে বিদেশ চলে গেছেন। ফলে বর্তমানে এ পদটি খালি রয়েছে। অধ্যাপক শহীদ উদ্দিন আহমদ গত ৪ বছর আগে বিএনপি সরকারের আমলে নিয়োগ পান। সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন উপ-উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে সংসদীয় কমিটির সভায় ইতোমধ্যে বিল পাস হয়েছে। আগামী ২৫শে জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বিলটি পাস হবে বলে জানা গেছে। ফলে উপ-উপাচার্যের আরো একটি পদে নিয়োগ আসন্ন হয়ে পড়েছে।

কোষাধ্যক্ষের পদটি শূন্য হচ্ছে আগামী এপ্রিল মাসে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম শামসুল হক নিয়োগ পান গত ৪ বছর আগে বিএনপি সরকারের আমলে

তাছাড়া প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম নূর-উননবী গত দু'বছর আগে নিয়োগ পান। 'পপুলেশন সায়েন্স' নামে নতুন একটি বিভাগ হচ্ছে এবং তাকে প্রক্টর পদের পরিবর্তে ওই বিভাগের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হচ্ছে। ফলে মোট ৪টি পদের নিয়োগ আসন্ন হয়ে পড়েছে। ৪টি পদের মধ্যে উপ-উপাচার্যের ২টি পদ ও কোষাধ্যক্ষের ১টি পদে নিয়োগ দেয় সরাসরি সরকার। প্রক্টর পদে নিয়োগ দেন উপাচার্য নিজে।

নিয়মানুযায়ী চ্যান্সেলরের মাধ্যমে উপ-উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমান সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই এ নিয়োগগুলো দেয়া হয়ে থাকে। এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে উপাচার্যের কাছে প্রার্থীদের নাম চাওয়া হয়ে থাকে। তবে নাম না চেয়ে যেকোন একজন অধ্যাপককে নিয়োগ দেয়ার ক্ষমতা সরকার রাখে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কয়েকজনের নাম পাঠানো হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ফাইলপত্র তৈরি করেছে।

উপ-উপাচার্যের নিয়োগ যেহেতু সরকার দিয়ে থাকে, তাই এ পদে নিয়োগের জন্য সরকার সমর্থক নীল দলের শিক্ষক নেতাদের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকেই লবিং প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনা চলছে কে হচ্ছেন নতুন উপ-উপাচার্য। একই সাথে আসন্ন শূন্য পদগুলোতে কারা আসছেন তা নিয়েও আলোচনা অব্যাহত।

উপ-উপাচার্যের শূন্যপদে নিয়োগের ব্যাপারে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডঃ মোঃ শাহাদত আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ শ ম ইমামুল হক, কলা অনুষদের নতুন নির্বাচিত ডিন অধ্যাপক ডঃ কাজী শহীদুল্লাহ, নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপিকা সুলতানা শফি প্রমুখ।

জানা গেছে, শূন্য পদটিতে এদের মধ্যে যেকোন একজনকে নিয়োগ দেয়া হবে। নতুন সৃষ্টি উপ-উপাচার্যের পদটিতে বাকি ৪ জনের যেকোন ১ জনকে নিয়োগ দেয়া হবে। একইভাবে কোষাধ্যক্ষের পদটি শূন্য হওয়ার পর অবশিষ্ট ৩ জনের যেকোন ১ জনকে নিয়োগ দেয়া হতে পারে। তবে কোষাধ্যক্ষ পদের জন্য এছাড়াও আরো কয়েকজন প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে। তারা হলেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, অধ্যাপক ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ডঃ আবুল হাসেম প্রমুখ।

এছাড়া প্রক্টর পদটি শূন্য হওয়ার পর কাকে নিয়োগ দেয়া হবে তা এখনো নির্ধারিত না হলেও অনেকেই এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ ও লবিং শুরু করেছেন। তবে এ ৪টি নতুন নিয়োগকে কেন্দ্র করে নীল দলের রাজনীতিতে এখন জোর হাওয়া বইছে।